দোলন চাঁপা

নজরুল ইসলাম

আৰ্য্য পাবলিশিং হাউস
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীশরচ্চন্দ্র গুহ, বি, এ,
আর্য্য পাবলিশিং হাউস,
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৩০, দুহাজার

দাম পাঁচ সিকা

প্রিণ্টার—শ্রীরজনীকান্ত রাণা
চেরী প্রেস লিমিটেড,
৯৩।১এ, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দু'টি কথা

সে আজ বন্দী। তার সত্য-মুক্ত প্রাণ যে ভৈরব রুদ্র-ছায়ানটের হিল্লোলে নৃত্য-পাগল ছন্দে এক অভিনব সৃষ্টি-রচনা করে গেল,—সে আজ মুক্ত! কোনো রাজ-শক্তির ভ্রূকুটি সে মানে না, কোনো লৌহ-নিগড় কোনোদিন তারে বাঁধ্‌তে পারে না—সে আপনার তালে নেচে' চলে, আর পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে যায় কত রক্ত-নয়ন, কত শাসন-বচন, কত শাস্তি-রচন। সে যে প্রলয়ানন্দে-ভরা রুদ্রনটের নৃত্য, ছন্দ যে তার কাল-বৈশাখীর নর্ত্তনের মত এলোমেলো, সুর যে তার সৃষ্টির ব্যথা-গৌরব ভরা। সুর আজ স্বেচ্ছাচারী, সুর আজ বন্দী।

সে আজ বন্দী। তবু সে একদিন যুগযুগান্ত সঞ্চিত রুদ্ধহিমানীর বুকে অগ্নিকণা এনে দিয়েছিল, তার রুদ্র বীণে কোন্ সর্ব্বভুক্ দেবতা তার চিরমন্দির গড়ে' নিল, আর সেই অগ্নি-বীণে তার দিবস-নিশার দহন-আলোয় আপন অন্তরে তার চিরবাসরের চিতা রচনা করে নিল,—সবার আড়ালে, সবার গোপনে, সবার উপরে—মানবের হাসি-কান্না, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বহু বহু দূরে;—সেখানে বসে' সে তার অন্তর-অলকায় যে গাথা গেয়ে চলেছে তাতে বন্ধনের রুক্ষ রেখা নেই, দুর্ব্বল কম্পিত হিয়ার ক্ষীণ রাগিণী নেই—সেখানে সে আর তার অন্তর-দেবতা; নিখিল নরনারী বাইরে দাঁড়িয়ে রুদ্ধ দুয়ার দেখে ফিরে আসে শুধু।

সে আজ বন্দী। রাজার দেওয়া লৌহ-নিগড়ে তার অন্তরের বিদ্রোহী-বীর কোন্ দেবতার আশীষ নির্ম্মাল্য দেখতে পেল, তাই সাদরে বরণ করে নিল তাকে আপনার গলে। তারপর একদিন যখন বাঙলার যুবক আবার জলদমন্দ্রে বাধা-বন্ধহারা হয়ে স্বাধীনচিত্ত ভরে বাঙলার চিরশ্যামল চিরঅমলিন মাতৃমূর্ত্তি উন্মাদ আনন্দে বক্ষে টেনে নেবে, সেই শুভ আরতিলগ্নে ইমনকল্যাণ সুরে যে নহবতের রাগিণী বেজে উঠ্‌বে, তাতে হে কবি, তোমার প্রেম-বৈভব-গাথা—তোমার অন্তর-বহ্নি-ব্যথা সন্ধ্যা-রাগ-রক্তে আপনি বেজে উঠ্‌বে; জননীর শ্যামবক্ষে তোমার স্মৃতি ব্যথা-ভারাতুর হয়ে সকল পূজার মাঝে বারে বারে তোমাকেই স্মরণ করিয়ে দেবে,—হে কবি, সে আজ নয়। ইতি—শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

—"পূর্ব্বাশা"—

আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগ্‌বগিয়ে খুন্‌ হাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।

আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে
বান ডেকে ঐ জাগ্‌ল জোয়ার দুয়ার-ভাঙা কল্লোলে!
আস্‌ল হাসি, আস্‌ল কাঁদন,
মুক্তি এলো, আস্‌ল বাঁধন,
মুখ ফুটে আজ বুক ফাটে মোর তিক্ত দুখের সুখ আসে
ঐ রিক্ত বুকের দুখ আসে—
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

আস্‌ল উদাস, শ্বস্‌ল হুতাশ,
সৃষ্টি-ছাড়া বুক-ফাটা শ্বাস,
ফুল্‌লো সাগর দুল্‌লো আকাশ ছুট্‌লো বাতাস,
গগন ফেটে চক্র ছোটে, পিণাক পাণির শূল আসে!
ঐ ধূমকেতু আর উল্কাতে
চায় সৃষ্টিটাকে উল্টাতে,
আজ তাই দেখি আর বক্ষে আমার লক্ষ বাগের ফুল হাসে
আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে!

আজ হাস্‌ল আগুন, শ্বস্‌ল ফাগুন,
মদন মারে খুন্‌-মাখা তূণ
পলাস অশোক শিমুল ঘায়েল
ফাগ লাগে ঐ দিক্‌-বাসে
গো দিগ্‌বালিকার পীতবাসে;
আজ রঙ্গন এলো রক্ত প্রাণের অঙ্গনে মোর চারপাশে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

আজ কপট কোপের তূণ ধরি,
ঐ আস্‌ল যত সুন্দরী,
কারুর পায়ে বুক-ডলা খুন, কেউ বা আগুন,
কেউ মানিনী চোখের জলে বুক ভাসে!
তাদের প্রাণের 'বুক-ফাটে-তাও-মুখ ফোটে-না'-বাণীর বীণা মোর পাশে,
ঐ তাদের কথা শোনাই তাদের
আমার চোখে জল আসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

আজ আস্‌ল ঊষা, সন্ধ্যা, দুপুর,
আস্‌ল নিকট আস্‌ল সুদূর,
আস্‌ল বাধা-বন্ধ-হারা ছন্দ-মাতন
পাগ্‌লা-গাজন-উচ্ছ্বাসে !
আস্‌ল আশিন শিউলি শিথিল
হাস্‌ল শিশির দুব্‌ঘাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে !

আজ জাগ্‌ল সাগর, হাস্‌ল মরু,
কাঁপ্‌ল ভূধর, কানন-তরু,
বিশ্ব-ডুবান্ আস্‌ল তুফান, উছ্‌লে উজান
ভৈরবীদের গান ভাসে,
মোর ডাইনে শিশু সদ্যোজাত জরায়-মরা বাম পাশে !
মন ছুট্‌ছে গো আজ বল্গা-হারা অশ্ব যেন পাগলা সে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে !
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে !!

সূচীপত্র

দোদুল দুল

[আরবী 'মোতাকারিব্' ছন্দ]

দোদুল দুল্
দোদুল দুল্!
বেণীর বাঁধ
আলগ্-ছাঁদ,
আলগ্-ছাঁদ
খোঁপার ফুল,
কানের দুল
খোঁপার ফুল
দোদুল্ দুল্
দোদুল দুল!

অলক-ছায়
কপোল ছায়,
পরশ চায়
অলস চুল

বিনুন্-বিন্
কেশের উল
দোতুল্ দুল্
দোদুল দুল !

অসম্বৃত্
কাঁখের ভিত্,
অসম্বৃত্
পিঠের চুল,
লোহিত পীত
নোলক দুল
দোদুল্ দুল্
দোদুল দুল !

সোহাগ্-ঘায়
দোলন্-গায়
কাঁপন খায়
আপন পায়,
পায়ের নখ
মাথার চুল
দোদুল্ দুল্
দোদুল দুল !

পরাগ-ফাগ
ছড়ায় আজ
শিরাজ-বাগ
ইরাণ-গুল;
দোলন্-দোল
দে বুল্-বুল্
দোদুল্ দুল্
দোদুল দুল !

দোদুল দুল

কাঁকণ চায়
নাচন্ ফিন্
রিমিক ঝিম
ঝিমিক ঝিম !
আঁচল-বাণ
চাবির রিং
বুলায় নিঁদ
ঢুলায় ঢুল্
দোদুল্ দুল্
দোদুল দুল !

নিশাস-রেশ
কাঁপায় বেশ
মোতির হার
হিয়ার দেশ,
কাঁপায় শেষ
প্রাণের কূল
দোদুল্ দুল্
দোদুল দুল !

বুকের কোল
আদর ঘায়
দোলায় দোল্
দোলায় দোল্,
শরম-লোল
মরম-মূল
দোদুল্ দুল্
দোদুল দুল !

দোলন-চাঁপা

কলস্-কাঁখ
পুকুর যায়,
আঁচল চায়
চুমায় ধূল,
দখিন্ হাত
ঝুলন্ ঝুল্
দোদুল দুল

কাঁকাল ক্ষীণ
মরাল গ্রীব
ভুলায় জড়্,—
ভুলায় জীব,
গমন্-দোল্
অতুল্ তুল
দোদুল দুল্
দোদুল দুল !

হাসির ভাস,
ব্যথার শ্বাস,
চপল চোখ,
আঁখির লাস,
নয়ন-নীর
অধর-ফুল
রাতুল্ তুল
রাতুল্ তুল
দোদুল্ দুল্
দোদুল দুল !

মৃণাল-হাত,
নয়ন-পাত,
গালের টোল,
চিবুক দোল
সকল কাজ
করায় ভুল,
প্রিয়ার মোর
কোথায় তুল ?
কোথায় তুল
কোথায় তুল ?
স্বরূপ তার
অতুল তুল,
রাতুল তুল,
কোথায় তুল
দোদুল দুল,
দোদুল দুল !!

———

বেলা শেষে

ধরণী দিয়াছে তার
গাঢ় বেদনার
রাঙা মাটি-রাঙা ম্লান ধূসর আঁচলখানি
দিগন্তের কোলে কোলে টানি।
পাখী উড়ে যায় যেন কোন্ মেঘ-লোক হ'তে
সন্ধ্যা-দীপ-জ্বালা গৃহ-পানে ঘর-ডাকা পথে।
আকাশের অস্ত-বাতায়নে
অনন্ত দিনের কোন্ বিরহিনী ক'নে
জ্বালাইয়া কনক-প্রদীপখানি
উদয়-পথের পানে যায় তার অশ্রু-চোখ হানি?
'আসি'-ব'লে-চ'লে-যাওয়া বুঝি তাঁর প্রিয়তম আশে;
অস্ত-দেশ হ'য়ে ওঠে মেঘ-বাষ্প-ভারাতুর তারি দীর্ঘশ্বাসে।
আদিম কালের ঐ বিষাদিনী বালিকার-পথ-চাওয়া চোখে-
পথ-পানে-চাওয়া-ছলে দ্বারে-আনা সন্ধ্যা-দীপালোকে
মাতা বসুধার মমতার ছায়া পড়ে।

করুণার কাঁদন ঘনায় নত-আঁখি স্তব্ধ দিগন্তরে।
কাঙালিনী ধরা-মা'র অনাদি কালের কত অনন্ত বেদনা
হেমন্তের এমনি সন্ধ্যায় যুগযুগ ধরি' বুঝি হারায় চেতনা।

উপুড় হইয়া সেই স্তূপীকৃত বেদনার ভার
মুখ গুঁজে পড়ে থাকে ; ব্যথা-গন্ধ তার
গুমরিয়া গুমরিয়া কেঁদে কেঁদে যায়
এমনি নীরবে শান্ত এমনি সন্ধ্যায়।......

ক্রমে নিশীথিনী আসে ছড়াইয়া ধূলায়-মলিন এলোচুল,
সন্ধ্যা-তারা নিবে যায়, হারা হয় দিবসের কূল।......

তারি মাঝে কেন যেন অকারণে হায়
আমার দু'চোখ পূ'রে বেদনার ম্লানিমা ঘনায়।

বুকে বাজে হাহাকার-করতালি,
কে বিরহী কেঁদে যায় "খালি, সব খালি।
"ঐ নভ, এই ধরা, এই সন্ধ্যালোক,
"নিখিলের করুণা যা-কিছু, তোর তরে তাহাদের অশ্রুহীন চোখ।"

মনে পড়ে—তাই শুনে মনে পড়ে মম
কত না মন্দিরে গিয়া পথের সে লাথি-খাওয়া ভিখারীর সম
প্রসাদ মাগিনু আমি—
"দ্বার খোলো, পূজারী দুয়ারে তব আগত যে স্বামি!"
খুলিল দুয়ার, দেউলের বুকে দেখিনু দেবতা,
পূজা দিনু রক্ত-অশ্রু, দেবতার মুখে নাই কথা।

হায় হায় এ যে সেই অশ্রুহীন চোখ,
কেঁদে ফিরি, "ওগো একি প্রেমহীন অনাদর-হানা দেব-লোক!
ওরে মূঢ়! দেবতা কোথায়?
পাষাণ-প্রতিমা এরা, অশ্রু দেখে নিষ্পলক অকরুণ মায়াহীন,
চোখে শুধু চায়।

এরাই দেবতা, যাচি প্রেম ইহাদেরই কাছে,
অগ্নি-গিরি এসে যেন মরুভূ'র কাছে হায় জল-ধারা যাচে।

আমারি সে চারি পাশে ঘরে ঘরে করে পূজা কত আয়োজন,
তাই দেখে কাঁদে আর ফিরে ফিরে চায় মোর ভালোবাসা-ক্ষুধাতুর
অপমানে পুনঃ ফিরে আসে,
ভয় হয়, ব্যাকুলতা দেখি মোর কি জানি কখন্ কে হাসে।

দেবতার হাসি আছে, অশ্রু নাই ;
ওরে মোর যুগযুগ অনাদৃত হিয়া, আয় ফিরে যাই !···
এই সাঁঝে মনে হয়, শূন্য চেয়ে আরো এক মহাশূন্য রাজে
দেবতার-পায়ে-ঠেলা এই শূন্য মম হিয়া-মাঝে।

আমার এ ক্লিষ্ট ভালোবাসা,
তাই বুঝি হেন সর্ব্বনাশা।

প্রেয়সীর কণ্ঠে কভু এই ভুজ এই বাহু জড়াবে না আর,
উপেক্ষিত আমার এ ভালোবাসা মালা নয়, খর তরবার।

পউষ

পউষ এলো গো !

পউষ এলো অশ্রু-পাথার হিম-পারাবার পারায়ে।

ঐ যে এলো গো—

কুজ্ঝটিকার ঘোম্‌টা-পরা দিগন্তরে দাঁড়ায়ে ॥

সে এলো আর পাতায় পাতায় হায়

বিদায়-ব্যথা যায় গো কেঁদে যায়,

অস্ত-বধূ (আ—হা) মলিন চোখে চায়

পথ-চাওয়া দীপ সন্ধ্যা-তারায় হারায়ে ॥

পউষ এলো গো—

এক বছরের শ্রান্তি পথের, কালের আয়ু-ক্ষয়,

পাকা ধানের বিদায়-ঋতু, নতুন আসার ভয়।

পউষ এলো গো ! পউষ এলো—

শুক্‌নো নিশাস্, কাঁদন-ভারাতুর

বিদায়-ক্ষণের (আ—হা) ভাঙা গলার স্বর—

'ওঠ পথিক ! যাবে অনেক দূর

কালো চোখের করুণ চাওয়া ছাড়ায়ে ॥

পথহারা

বেলা-শেষে উদাস পথিক ভাবে
সে যেন কোন্ অনেক দূরে যাবে—
উদাস পথিক ভাবে।

'ঘরে এস' সন্ধ্যা সবায় ডাকে,
'নয় তোরে নয়' বলে একা তাকে ;
পথের পথিক পথেই ব'সে থাকে,
উদাস পথিক ভাবে।

বনের ছায়া গভীর ভালোবেসে
আঁধার মাথায় দিগ্‌বধূদের কেশে,
ডাকতে বুঝি শ্যামল মেঘের দেশে
শৈলমূলে শৈলবালা নাবে—
উদাস পথিক ভাবে।

বাতি আনে রাতি আনার প্রীতি,
বধূর বুকে গোপন সুখের ভীতি,
বিজন ঘরে এখন সে গায় গীতি,
একলা থাকার গানখানি সে গাবে—
উদাস পথিক ভাবে।

হঠাৎ তাহার পথের রেখা হারায়
গহন ধাঁধাঁর আঁধার বাঁধা কারায়,
পথ-চাওয়া তার কাঁদে তারায় তারায়
আর কি পূবের পথের দেখা পাবে—
উদাস পথিক ভাবে।

ব্যথা-গরব

তোমার কাছে নাই অজানা কোথায় আমার ব্যথা বাজে।
ওগো প্রিয়! তবু এত ছল করা কি তোমায় সাজে?
কেন তোমার অনাদরে বক্ষ আমার ডুক্‌রে ওঠে,
চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ে, কল্‌জে ছিঁড়ে রক্ত ছোটে,
এ অভিমান ব্যথাটি মোর
জানি, জান, হে মনচোর,
তবু কেন এমন কঠোর
বুঝ্‌তে পারি না যে!
অনহেলা না পুলক-লাজে॥

যখন ভাবি আমারি আদর ক'তই তোমায় হানে বেদন,
বুকের ভিতর আছড়ে' পড়ে অসহায়ের হুতাশ রোদন
যতই আমায় সইতে নার
আঁকড়ে ততই ধরি আরো;
মারো প্রিয় আরো মারো
তোমার আঘাত-চিহ্ন রাজে
যেন আমার বুকের মাঝে॥

মনে পড়ে সেদিন তুমি ঘুমিয়ে ছিলে অঘোর ঘুমে
এ দীন কাঙাল এসেছিল তোমার পায়ের আঙুল চুমে।
আমার অশ্রু-আঘাত লেগে
চম্‌কে তুমি উঠ্‌লে জেগে
চরণ আঘাত কর্‌লে রেগে
সেই পরশের সান্ত্বনা যে
আজো আমার মর্ম্মে রাজে॥
এমনি তোমার পদ্মপায়ের আঘাত-সোহাগ দিয়ো দিয়ো
এই ব্যথিত বুকে আমার, ওগো নিঠুর প্রাণ-প্রিয়!
সেই পদ-চিন বক্ষে রেখে
ভগবানে কইব ডেকে—
'ছাই ভৃগুপর্দ, যাও হে দেখে
কি কৌস্তভ এ হিয়ায় রাজে!'
মর্‌বে হরি হিংসা—লাজে॥

বিষ্ণুজয়ী ভালোবাসার গর্ব্বে এ বুক উঠ্‌বে দুলে,
সর্ব্বহারার হাহাকার আর কাঁদবে না কো চিত্ত-কূলে।
এই যে তোমার অবহেলা
তাই নিয়ে মোর কাট্‌বে বেলা,
হেলাফেলার বস্‌বে মেলা,
একলা আমার বুকের মাঝে'
সুখে দুখে সকল কাজে॥

উপেক্ষিত

কান্না-হাসির খেলার মোহে অনেক আমার কাট্‌ল বেলা।
কখন্ তুমি ডাক দেবে মা, কখন্ আমি ভাঙ্‌ব খেলা?
অজানাকে আন্‌তে জিনে
জগৎটাকে ফেল্‌নু চিনে,
চাই যারে মা তায় দেখি নে
ফিরে এনু তাই একেলা
পরাজয়ের লজ্জা নিয়ে বক্ষে বিঁধে অবহেলা॥

আজ্‌কে বড় শ্রান্ত আমি আশার আশায় মিথ্যা ঘুরে'
ওমা এখন বুকে ধর, মরণ আসে ঐ অদূরে!
সৃষ্টিটাকে পায়ের তলে
এসেছি মা হেলায় দ'লে
হৃদয় শুধু জিন্‌তে বলে
খেয়ে এনু পায়ের ঠেলা
আর সহে না মাগো এখন আমায় নিয়ে হেলাফেলা॥

বিশ্বজয়ের গর্ব্ব আমার জয় করেছে ঐ পরাজয়,
ছিন্ন-আশা নেতিয়ে পড়ে, ওমা এসে দাও বরাভয়!
চারদিকে মা প্রবঞ্চনা
ভালোবাসার গিল্‌টিসোনা,
আজ মণি কা'ল ধূলি-কণা
জুয়ার হাট এই প্রেমের মেলা।
খুইয়েছি সব সাধের খেলায়, বুক ভেঙেছে হেলার ঢেলা।
এখন তুমি নাও মা কোলে, নয় অকূলে ভাসাই ভেলা॥

সমর্পণ

প্রিয় !

এবার আমায় সঁপে দিলাম তোমার চরণ-তলে।
তুমি শুধু মুখ তুলে চাও, বলুক যে যা বলে॥
তোমার আঁখি কাজল-কালো
অকারণে লাগ্‌ল ভালো
লাগল ভালো,
পথিক আমার পথ ভুলালো
সেই নয়নের জলে।
আজ্‌কে বনের পথ হারালেম ঘরের পথের ছলে।
তুমি শুধু মুখ তু'লে চাও, বলুক যে যা বলে॥

আজ দিগ্‌বালিকার আঁখি-পাতা অনেক দূরের কানন-ছায়ে
কাঁপ্‌চে অভিমানে,
একলা-আমার পথ দেখাত ঐ বালিকাই চপল পায়ে
দিক হ'তে দিক্‌-পানে।
মুঠার মাণিক ঠেলে পায়ে
এলেম তোমার কুটীর ছায়ে
চরণ-ছায়ে,
শ্রান্তি আমার দাও মুছায়ে
দীপ-ঢাকা অঞ্চলে।
আপন মালা পরাও বালা পরাও আমার গলে!
এবার আমায় সঁপে দিলাম তোমার চরণ-তলে॥

পূবের চাতক

সকাল সাঁঝে চেয়ে থাকি পূব-গগনের পানে
কেন যে তা তার আঁখি আর আমার আঁখিই জানে ॥
নদীপারের দেশে থাকি এমনি তারও আঁখি-পাখী
দিগ্-বালিকার পূব-কপোলে চাওয়ার পাখা হানে।
চাওয়ায় চাওয়ায় চুমোচুমি রোজ মোদের ঐখানে ॥

মোদের চোখের চুমুর মিলন ভোরের তারার পূবে,
সেই মিলনের ভরাট পুলক অস্তঘাটে ডুবে।
হারা সে চোখ নতুন ক'রে ভোরের আলোয় উঠে ভ'রে
নিশি-জাগা আঁখির লালী লাগে উষার প্রাণে।
দূরের দেখা দুইটি চাওয়ায় করুণ রেখা টানে ॥

উদয়-ঘাটে হাসে যখন পোড়ারমুখী শশী
শশীর মুখে চেয়ে ভাবি শশী তো নয় দোষী।
তার চোখের ঐ কাজল-রাগই রুচির চাঁদে ক'র্লে দাগী
কলঙ্কী চাঁদ কাজল-আঁখির সজল চাওয়ার বানে।
দোষী শশীর কলঙ্ক তা'র আঁখির স্মৃতি আনে।

পূবের দেশের চাতক আমি চাই না কো আন্ পানে,
তাইত সেও তার চাহনি পূব গগনেই হানে।
সে থাকে মোর উদয়-দেশে তাই সে দেশে ভালোবেসে
তাকাই না গো পিছন পানের অস্তমরুস্থানে,
পাছে তাহার বাজে ব্যথা কোমল অভিমানে।
যেদিন আমি নেব শেষের খেয়া বেয়ে
জানি না তার আঁখি সেদিন থাক্‌বে কোথায় চেয়ে।
তাইত এমন মিটিয়ে ক্ষুধা চোখ ভ'রে পিই চোখের সুধা,
দূরের বেদন্ ভুলায় মোর ঐ চাউনি-তরঙ্গ গানে।
এবার এ চোখ হারিয়ে গেলাম পূবের পরীস্থানে ॥

অবেলার ডাক

অনেক ক'রে বাস্‌তে ভালো পারি নি মা তখন যারে,
আজ অবেলায় তারেই মনে পড়্‌ছে কেন বারেবারে ॥
আজ মনে হয় রোজ রাতে সে ঘুম পাড়াত নয়ন চু'মে,
চুমুর পরে চুম দিয়ে ফের হান্‌ত আঘাত ভোরের ঘুমে।
ভাব্‌তুম্‌ তখন এ কোন্‌ বালাই !
কর্‌ত এ প্রাণ পালাই পালাই।
আজ সে কথা মনে হয়ে ভাসি অঝোর নয়ন-ঝারে।
অভাগিনীর সে গরব আজ ধূলায় লুটায় ব্যথার ভারে ॥

তরুণ তাহার ভরাট বুকের উপ্‌চে'-পড়া আদর সোহাগ
হেলায় দু'পায় দলেছি মা, আজ কেন হায় তায় অনুরাগ ?
এই চরণ সে বক্ষে চেপে
চুমেছে, আর দু'চোখ ছেপে
জল ঝরেছে, তখনো মা কই নি কথা অহঙ্কারে,
এম্‌নি দারুণ হতাদরে করেছি মা বিদায় তারে ॥

দেখেওছিলাম বুক-ভরা তার অনাদরের আঘাত-কাঁটা,
দ্বার হ'তে সে গেছে দ্বারে খেয়ে সবার লাথি ঝাঁটা।
ভেবেছিল আমার কাছে
তার দরদের শান্তি আছে।
আমিও গো মা ফিরিয়ে দিলাম চিনতে নেরে দেবতারে।
ভিক্ষুবেশে এসেছিল রাজাধিরাজ দাসীর দ্বারে ॥
পথ ভুলে সে এসেছিল সে মোর সাধের রাজ-ভিখারী,
মাগো আমি ভিখারিণী, আমি কি তাঁর চিন্‌তে পারি ?
তাই মাগো তাঁর পূজার ডালা
নিই নি, নিই নি মণির মালা,
দেব্‌তা-আমার নিজে আমায় পূজ্‌ল ষোড়শ-উপচারে।
পূজারীকে চিন্‌লাম না মা পূজা-ধূমের অন্ধকারে ॥

আমায় চাওয়াই শেষ চাওয়া তাঁর মাগো আমি তা কি জানি ?
ধরায় শুধু রইল ধরা রাজ-অতিথির বিদায়-বাণী !
ওরে আমার ভালোবাসা !
কোথায় বেঁধেছিলি বাসা
যখন আমার রাজা এসে দাঁড়িয়েছিল এই দুয়ারে ?
নিঃশ্বসিয়া উঠ্ছে ধরা, 'নেই রে সে নেই, খুঁজিস কারে !'

সে যে পথের চিরপথিক, তার কি সহে ঘরের মায়া ?
দূর হতে মা দুরান্তরে ডাকে তাকে পথের ছায়া।
মাঠের পারে বনের মাঝে
চপল তাহার নূপুর বাজে,
ফুলের সাথে ফুটে বেড়ায়, মেঘের সাথে যায় পাহাড়ে,
ধরা দিয়েও দেয় না ধরা জানি না সে চায় কাহারে।

মাগো আমার শক্তি কোথায় পথ-পাগলে ধ'রে রাখার ?
তার তরে নয় ভালোবাসা, সন্ধ্যা-প্রদীপ ঘরে ডাকার।
তাই মা আমার বুকের কবাট
খুল্‌তে নারল তার করাঘাত,
এ মন তখন কেমন যেন বাস্‌ত ভালো আর কাহারে,
আমিই দূরে ঠেলে দিলাম অভিমানী ঘর-হারারে।

সোহাগে সে ধর্‌তে যেত নিবিড় ক'রে বক্ষে চেপে,
হতভাগী পালিয়ে যেতাম ভয়ে এ বুক উঠ্‌ত কেঁপে।
রাজ-ভিখারীর আঁখির কালো
দূরে থেকেই লাগ্‌ত ভালো,
আস্‌লে কাছে ক্ষুধিত তার নিখিল চাওয়ার অশ্রু-ভারে
ব্যথায় কেমন মুস্‌ড়ে যেতাম, সুর হারাতাম মনের তারে॥

আজ কেন মা তারই মতন আমারো এই বুকের ক্ষুধা
চায় শুধু সেই হেলায় হারা আদর-সোহাগ-পরশ-সুধা।

আজ মনে হয় তাঁর সে বুকে
এ মুখ চেপে নিবিড় সুখে
গভীর দুখের কাঁদন কেঁদে শেষ ক'রে দিই এই আমারে।
যায় না কি মা আমার কাঁদন তাঁহার দেশের কানন-পারে?

আজ বুঝেছি এ জনমের আমার নিখিল শান্তি আরাম
চুরি ক'রে পালিয়ে গেছে চোরের রাজা সেই প্রাণারাম।
হে বসন্তের রাজা আমার!
নাও এসে মোর হার-মানা-হার!
আজ যে আমার বুক ফেটে যায় আর্ত্তনাদের হাহাকারে,
দেখে যাও আজ সেই পাষাণী কেমন ক'রে কাঁদ্‌তে পারে!

তোমার কথাই সত্য হ'ল পাষাণ ফেটেও রক্ত বহে,
দাবানলের দারুণ দাহ তুষার-গিরি আজ্‌কে দহে।
জাগ্‌ল বুকে ভীষণ জোয়ার,
ভাঙ্‌ল আগল ভাঙ্‌ল দুয়ার,
মূকের বুকে দেব্‌তা এলেন মুখর মুখে ভীম পাথারে।
বুক ফেটেছে মুখ ফুটেছে—মাগো মানা করছ কারে?

স্বর্গ আমার গেছে পুড়ে তাঁরই চলে যাওয়ার সাথে,
এখন আমার একার বাসর দোসরহীন এই দুঃখ-রাতে।
ঘুম ভাঙাতে আস্‌বে না সে
ভোর না হ'তেই শিয়র পাশে,
আস্‌বে না আর গভীর রাতে চুমু চুরির অভিসারে,
কাঁদ্‌বে ফিরে তাঁহার সাথী ঝড়ের রাতি বনের পারে।

আজ পেলে তাঁয় হুমড়ি খেয়ে পড়তুম মাগো যুগল পদে
বুকে ধরে পদ্‌-কোকনদ স্নান করাতাম আঁখির হ্রদে।
বস্‌তে দিতাম আধেক আঁচল,
সজল চোখের চোখ-ভরা জল

ভেজা কাজল মুছাতাম তার চোখে মুখে অধর-ধারে,
আকুল কেশে পা মুছাতাম বেঁধে বাহুর কারাগারে।

দেখ্‌তে মাগো তখন তোমার রাক্ষুসী এই সর্ব্বনাশী
মুখ থুয়ে তাঁর উদার বুকে বল্‌ত, 'আমি ভালোবাসি!'
বল্‌তে গিয়ে সুখ-শরমে
লাল হয়ে গাল উঠ্‌ত ঘেমে,
বুক হতে মুখ আস্‌ত নেমে লুটিয়ে কখন্ কোল্-কিনারে,
দেখ্‌তুম মাগো তখন কেমন মান ক'রে সে থাক্‌তে পারে।

এম্‌নি এখন কতই আশা ভালোবাসার তৃষ্ণা জাগে
তাঁর ওপর মা অভিমানে, ব্যথায়, রাগে, অনুরাগে।
চোখের জলের ঋণী ক'রে
সে গেছে কোন্ দ্বীপান্তরে ?
সে বুঝি মা সাত সমুদ্দুর তের নদীর সুদূর-পারে ?
ঝড়ের হাওয়া সেও বুঝি মা সে দূর্-দেশে যেতে নারে ?

তারে আমি ভালোবাসি সে যদি তা পায় মা খবর,
চৌচির হয়ে পড়্‌বে ফেটে আনন্দে মা তাহার কবর।
চীৎকারে তার উঠ্‌বে কেঁপে
ধরার সাগর-অশ্রু ছেপে,
উঠ্‌বে ক্ষেপে অগ্নি-গিরি সেই পাগলের হুহুঙ্কারে,
ভূধর সাগর আকাশ বাতাস ঘূর্ণী নেচে ঘির্‌বে তারে।

ছিমা! তুমি ডুক্‌রে কেন উঠ্‌ছ কেঁদে অমন ক'রে ?
তার চেয়ে মা তাঁরই কোনো শোনা-কথা শুনাও মোরে!
শুন্‌তে শুন্‌তে তোমার কোলে
ঘুমিয়ে পড়ি'—ওকে খোলে
দুয়ার ওমা ? ঝড় বুঝি মা তাঁরই মত ধাক্কা মারে ?
ঝোড়ো হাওয়া! ঝোড়া হাওয়া! বন্ধু তোমার সাগর-পারে!

সে কি হেথায় আস্‌তে পারে আমি যেথায় আছি বেঁচে,
যে দেশে নাই আমার ছায়া এবার সে সেই দেশে গেছে!
তবু কেন থাকি থাকি
ইচ্ছা করে তারেই ডাকি!
যে কথা মোর রইল বাকী হায় সে কথা শুনাই কারে?
মাগো আমার প্রাণের কাঁদন্ আছ্‌ড়ে মরে বুকের দ্বারে!

যাই তবে মা! দেখা হ'লে আমার কথা ব'লো তারে—
রাজার পূজা—সে কি কভু ভিখারিণী ঠেল্‌তে পারে?
মাগো আমি জানি জানি
আস্‌বে আবার অভিমানী
খুঁজ্‌তে আমায় গভীর রাতে এই আমাদের কুটীর-দ্বারে,
ব'লো তখন, খুঁজ্‌তে তাঁরেই হারিয়ে গেছি অন্ধকারে!

চপল সাথী

প্রিয়! সাম্‌'লে ফে'লে চ'লো এবার চপল তোমার চরণ!
তোমার ঐ চলাতে জড়িয়ে গেছে আমার জীবন মরণ ॥

কোথায় দূরে নূপুর বাজে তোমার পায়ে,
হেথায় রোদন আমার ওঠে উথলায়ে,
তোমার উদাসীন ঐ বিষম চলার ঘায়ে
আজ কাঁপে আমার সকল শরম ভরম।
এখন ঐ দ্বিধাহীন চরণ কর মোর বুকে সম্বরণ।
তোমার ঐ চলাতে জড়িয়ে গেছে আমার জীবন মরণ ॥

তুমি চলার ঝোঁকে দেখ্‌ছো না হায় পড়্‌ছে চরণ কোথায়,
ওগো চপল পরাণ প্রিয়!
হের এবার তোমার পা পড়েছে আমার বুকের ব্যথায়,
এখন ধীরে চরণ নিয়ো!
তোমার ঐ যে দোলন দোদুল-দোলা-চলায়;
আজ পথ-পাগলের পথের নেশা ভোলায়,
এবার থামাও সে দোল আমার বুকের তলায়,
আর সরিয়ো না মোর ব্যথায়-বাজা চরণ।
আমার ব্যথায় রেঙে হোক ও-চরণ নিখিল-মনোহরণ ॥

ঐ অধীর চরণ চলার নেশায় হ'লে বিপথগামী
আমি বাঁচ্‌বো কি আর প্রিয়?
তোমার বিপথ সে যে আমার তরে মৃত্যু-আঘাত, স্বামি!
এখন ধীরে চরণ নিয়ো!

ওগো জানি জানি শুধু চলার সুখে
তুমি পা ফেলেছো আমার ব্যথার বুকে,
ঐ চলাই তোমার আমার গভীর দুখে,
শেষে প্রেম হ'য়ে সে ক'রলো অবতরণ।
আজ একা তোমার নয় ও-চরণ আমার নিখিল শরণ!
তোমার ঐ চলাতে জড়িয়ে গেছে আমার জীবন মরণ!
প্রিয়, সাম্‌'লে ফে'লে চ'লো এবার চপল তোমার চরণ

পূজারিণী

এত দিনে অ-বেলায়—
প্রিয়তম !
ধূলি-অন্ধ ঘূর্ণী সম
দিবা যামী
যবে আমি
নেচে ফিরি রুধিরাক্ত মরণ-খেলায়—
এত দিনে অ-বেলায়
জানিলাম, আমি তোমা জন্মে জন্মে চিনি।
পূজারিণী !
ঐ কণ্ঠ, ও-কপোত-কাঁদানো রাগিনী,
ঐ আঁখি, ঐ মুখ,
ঐ ভুরু, ললাট, চিবুক,
ঐ তব অপরূপ রূপ,
ঐ তব দোলো-দোলো গতি-নৃত্য দুষ্ট দুল রাজহংসী জিনি—
চিনি, সব চিনি।

তাই আমি এতদিনে
জীবনের আশাহত ক্লান্ত শুষ্ক বিদগ্ধ পুলিনে
মূর্চ্ছাতুর সারা প্রাণ ভ'রে
ডাকি শুধু ডাকি তোমা',
প্রিয়তমা !
ইষ্ট মম জপ-মালা ঐ তব সব চেয়ে মিষ্ট নাম ধরে !
তারি সাথে কাঁদি আমি—
ছিন্ন-কণ্ঠে কাঁদি আমি, 'চিনি তোমা', চিনি চিনি চিনি,
বিজয়িনী নহ তুমি—নহ ভিখারিণী,
তুমি দেবী চির-শুদ্ধা তাপস-কুমারী, তুমি মম চির-পূজারিণী !

যুগে যুগে এ পাষাণে বাসিয়াছ ভালো,
আপনারে দাহ করি' মোর বুকে জ্বালায়েছ আলো,
বারেবারে করিয়াছ তব পূজা-ঋণী।
চিনি প্রিয়া চিনি তোমা' জন্মে জন্মে চিনি চিনি চিনি!
চিনি তোমা বারে বারে জীবনের অস্ত-ঘাটে, মরণ-বেলায়,
তারপর চেনা শেষে
তুমি-হারা পরদেশে
ফেলে যাও একা শূন্য বিদায়-ভেলায়!......

* * *

আজ দিনান্তের প্রান্তে বসি' আঁখি-নীরে তিতি'
আপনার মনে আনি তারি দূর দূরান্তের স্মৃতি :—
মনে পড়ে—বসন্তের-শেষে-আসা ম্লান মৌন মোর আগমনী সেই নিশি
যেদিন আমার আঁখি ধন্য হ'ল তব আঁখি-চাওয়া সনে মিশি,
তখনো সরল সুখী আমি—ফোটে নি যৌবন মম,
উন্মুখ বেদনা-মুখী আসি-আসি উষা সম
আধ-ঘুমে আধ-জেগে তখনো কৈশোর,
জীবনের ফোটো-ফোটো রাঙা নিশি ভোর।
বাধা বন্ধ-হারা
অহেতুক নেচে-চলা ঘূর্ণীবায়ু পারা
দুরন্ত গানের বেগ অফুরন্ত হাসি
নিয়ে এনু পথ-ভোলা আমি অতিদূর পরবাসী।
সাথে তারি
এনেছিনু গৃহ-হারা বেদনার আঁখি-ভরা বারি।
এসে রাতে—ভোরে জেগে গেয়েছিনু জাগরণী সুর,—
ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছিলে তুমি কাছে এসেছিলে,—
মুখ-পানে চেয়ে মোর সকরুণ হাসি হেসেছিলে,—
হাসি হেরে কেঁদেছিনু—'তুমি কার পোষাপাখী কান্তার-বিধুর?'
'চোখে তব সে কী চাওয়া! মনে হল যেন
তুমি মোর ঐ কণ্ঠ ঐ সুর—
বিরহের কান্না-ভারাতুর

বনানী-দুলানো,
দখিনা সমীরে ডাকা কুসুম-ফোটানো বন-হরিণী-ভুলানো
আদি জন্মদিন হতে চেন তুমি চেন !
তারপর—অনাদরে বিদায়ের অভিমান-রাঙা
অশ্রু-ভাঙা-ভাঙা
ব্যথা-গীত গেয়েছিনু সেই আধ-রাতে ;
বুঝি নাই আমি সেই গান-গাওয়া ছলে
কারে পেতে চেয়েছিনু চিরশূন্য মম হিয়া-তলে,—
শুধু জানি, কাঁচা-ঘুমে-জাগা তব রাগ-অরুণ-আঁখি-ছায়া
লেগেছিল মম আঁখি-পাতে।
আরো দেখেছিনু, ঐ আঁখির পলকে
বিস্ময়-পুলক-দীপ্তি ঝলকে ঝলকে
ঝলেছিল, গলেছিল গাঢ় ঘন বেদনার মায়া,—
করুণায় কেঁপে কেঁপে উঠেছিল বিরহিনী অন্ধকার-নিশীথিনী-কায়া !

তৃষাতুর চোখে মোর বড় যেন লেগেছিল ভালো
পূজারিণী ! আঁখি-দীপে-জ্বালা তব সেই স্নিগ্ধ সকরুণ আলো।—
তারপর—গান গাওয়া শেষে
নাম ধ'রে কাছে বুঝি ডেকেছিনু হেসে।
অমনি কী গর্জ্জে-ওঠা রুদ্ধ অভিমানে
(কেন কে সে জানে)
দুলি' উঠেছিল তব ভুরু-বাঁধা স্থির আঁখি-তরী,
ফু'লে উঠেছিল জল, ব্যথা-উষ্ণ-উৎস-মুখে তাহা ঝরঝর পড়েছিল ঝরি
একটু আদরে এত অভিমানে ফু'লে-ওঠা, এত আঁখি-জল,
কোথা পেলি ওরে কা'র অনাদৃতা ওরে মোর ভিখারিণী
বল্ মোরে বল্ !
এই ভাঙা বুকে
ঐ কান্না-রাঙা মুখ থুয়ে লাজ-সুখে
বল্ মোরে বল্—

মোরে হেরি কেন এত অভিমান ?
মোর ডাকে কেন এত উথলায় চোখে তব জল ?
অ-চেনা অ-জানা আমি পথের পথিক
মোরে হেরে জলে পুরে ওঠে কেন তব ঐ বালিকার আঁখি অনিমিখ ?
মোর পানে চেয়ে সবে হাসে,
বাঁধা-নীড় পু'ড়ে যায় অভিশপ্ত তপ্ত মোর শ্বাসে ;
মণি ভেবে কত জন তু'লে পরে গলে
মণি যবে ফণী হয়ে বিষ-দগ্ধ-মুখে
দংশে তার বুকে,
অমনি সে দলে পদতলে !
বিশ্ব যারে করে ভয় ঘৃণা অবহেলা,
ভিখারিণী ! তারে নিয়ে একি তব অকরুণ খেলা ?
তারে নিয়ে একি গূঢ় অভিমান ? কোন্ অধিকারে
নাম ধ'রে ডাকাটুকু তাও হানে বেদনা তোমারে ?
কেউ ভালোবাসে নাই ? কেউ তোমা করে নি আদর ?
জন্ম-ভিখারিণী তুমি ? তাই এত চোখে জল, অভিমানী, করুণা-কাত

নহে তাও নহে—
বুকে থেকে তিক্ত কণ্ঠে কোন্ রিক্ত অভিমানী কহে-
'নহে তাও নহে !'
দেখিয়াছি শতজন আসে এই ঘরে,
কতজন না চাহিতে এসে বুকে করে,
তবু তব চোখে মুখে এ অতৃপ্তি, এ কী স্নেহ-ক্ষুধা !
মোরে হেরে উছলায় কেন তব বুক-ছাপা এত প্রীতি-সুধা ?
সে রহস্য, রাণী !
কেহ নাহি জানে—
তুমি নাহি জান—
আমি নাহি জানি ।

চেনে তাহা প্রেম, জানে শুধু প্রাণ—
কোথা হ'তে আসে এত অকারণে প্রাণে প্রাণে বেদনার টান !......
নাহি বুঝিয়াও আমি সেদিন বুঝিনু তাই, হে অপরিচিতা !
চির-পরিচিতা তুমি, জন্ম জন্ম ধ'রে মোর অনাদৃতা সীতা !
কানন-কাঁদানো তুমি তাপস-বালিকা
অনন্ত কুমারী সতী ; তব দেব-পূজার থালিকা
ভাঙিয়াছি যুগে যুগে, ছিঁড়িয়াছি মালা
খেলা-ছলে ; চির মৌনা শাপ-ভ্রষ্টা ওগো দেব-বালা !
নীরবে সয়েছ সবি—
সহজিয়া ! সহজে জেনেছ তুমি, তুমি মোর জয়লক্ষ্মী, আমি তব কবি।

* * *

তারপর—নিশি-শেষে পাশে বসে শুনেছিনু তব গীত-সুর
লাজে-আধ-বাধবাধ শঙ্কিত বিধুর ;
সুর শুনে হ'ল মনে—ক্ষণে ক্ষণে—
মনে-পড়ে-পড়ে না এ হারা-কণ্ঠ যেন
কেঁদে কেঁদে সাধে, 'ওগো চেন মোরে জন্মে জন্মে চেন !'—
মথুরায় গিয়া শ্যাম রাধিকায় ভুলেছিল যবে,
মনে লাগে—এই সুরে এই গীত-রবে কেঁদেছিল রাধা ;
অবহেলা-বেঁধা বুক নিয়ে এ যেন রে অতি অন্তরালে ললিতার কাঁদা !
বন-মাঝে একাকিনী দময়ন্তী ঘু'রে ঘু'রে ঝু'রে
ফেলে যাওয়া নাথে তার ডেকেছিল ক্লান্ত কণ্ঠে এই গীত-সুরে।
কান্তে প'ড়ে মনে
বন-লতা সনে
বিষাদিনী শকুন্তলা কেঁদেছিল এই সুরে বনে সঙ্গোপনে।
হেম-গিরি-শিরে
হারা-সতী উমা হয়ে ফিরে
ডেকেছিল ভোলানাথে এমনি সে চেনা-কণ্ঠে হায়,
কেঁদেছিল চির-সতী পতি-প্রিয়া প্রিয়ে তাঁর পেতে পুনরায় !...

চিনিলাম বুঝিলাম সবি—
যৌবন সে জাগিল না, লাগিল না মর্ম্মে তাই গাঢ় হয়ে তব মুখ ছবি।
তবু তব চেনা-কণ্ঠে মম কণ্ঠ-সুর
রেখে আমি চলে গেনু কবে কোন্ পল্লী-পথে দূর।...

দু'দিন না যেতে একি সেই পুণ্য গোমতীর কূলে
প্রথম উঠিল কাঁদি' অপরূপ ব্যথা-গন্ধ নাভি-পদ্মমূলে!
খুঁজে ফিরি, কোথা হ'তে এই ব্যথা-ভারাতুর মদ-গন্ধ আসে—
আকাশ বাতাস ধরা কেঁপে কেঁপে ওঠে শুধু মোর তপ্ত ঘন দীর্ঘশ্বাসে!
কেঁদে ওঠে লতা পাতা,
ফুল পাখী নদী জল
মেঘ বায়ু কাঁদে সবি অবিরল,
কাঁদে বুকে উগ্রসুখে যৌবন-জ্বালায়-জাগা অতৃপ্ত বিধাতা!
পোড়া প্রাণ জানিল না কারে চাই,
চীৎকারিয়া ফেরে তাই—'কোথা যাই,
কোথা গেলে ভালোবাসাবাসি পাই?'
হুহু ক'রে ওঠে প্রাণ, মন করে উদাস-উদাস,
মনে হয়—এ নিখিল যৌবন-আতুর কোনো প্রেমিকের ব্যথিত হুতাশ
চোখ পু'রে লাল নীল কত রাঙা, আবছায়া ভাসে,
আসে—আসে—

কার বক্ষ টুটে
মম প্রাণ-পুটে
কোথা হতে কেন এই মৃগ-মদ-গন্ধ-ব্যথা আসে?
মন-মৃগ ছুটে ফেরে; দিগন্তর তুলি' ওঠে মোর ক্ষিপ্ত
হাহাকার-ত্রাসে!
কস্তুরী হরিণ সম
আমারি নাভির গন্ধ খুঁজে ফেরে গন্ধ-অন্ধ মন-মৃগ মম!
আপনারই ভালবাসা
আপনি পিইয়া চাহে মিটাইতে আপনার আশা!

অনন্ত অগস্ত্য-তৃষাকুল বিশ্ব-মাগা যৌবন আমার
এক সিন্ধু শুষি বিন্দু সম মাগে সিন্ধু আর !
ভগবান ! ভগবান ! একি তৃষ্ণা অনন্ত অপার !
কোথা তৃপ্তি ? তৃপ্তি কোথা ? কোথা মোর তৃষ্ণা-হরা প্রেম-সিন্ধু
অনাদি পাথার !
মোর চেয়ে স্বেচ্ছাচারী দুরন্ত দুর্ব্বার !
কোথা গেলে তারে পাই
যার লাগি এত বড় বিশ্বে মোর নাই শান্তি নাই !

ভাবি আর চলি শুধু, শুধু পথ চলি
পথে কত পথ-বালা যায়,
তারি পাছে হায় অন্ধ বেগে ধায়
ভালোবাসা ক্ষুধাতুর মন,
পিছু ফিরে কেহ যদি চায়—অভিমানে জলে ভেসে যায় দু'নয়ন !
দেখে তা'রা হাসে,
না চাহিয়া কেহ চ'লে যায়, 'ভিক্ষা লহ' ব'লে কেহ আসে দ্বারি-পাশে।
প্রাণ আরো কেঁদে ওঠে তাতে
গুমরিয়া ওঠে কাঙালের লজ্জাহীন গুরু বেদনাতে !
প্রলয়-পয়োধি-নীরে গর্জ্জে-ওঠা হুহুঙ্কার সম
বেদনা ও অভিমানে ফু'লে ফু'লে দু'লে দু'লে ওঠে ধূধূ
ক্ষোভ-ক্ষিপ্ত প্রাণ-শিখা মম !
পথ-বালা আসে ভিক্ষা-হাতে
লাথি মেরে চূর্ণ করি গর্ব্ব তার ভিক্ষা-পাত্র সাথে।
কেঁদে তারা ফিরে যায়, ভয়ে কেহ নাহি আসে কাছে ;
'অনাথ পিণ্ডদ' সম
মহাভিক্ষু প্রাণ মম
প্রেম-বুদ্ধ লাগি হায় দ্বারে দ্বারে মহাভিক্ষা যাচে,
'ভিক্ষা দাও পুরবাসি !'
বুদ্ধ লাগি 'ভিক্ষা মাগি,' দ্বার হ'তে প্রভু ফিরে যায় উপবাসী।'

কত এল কত গেল ফিরে
কেহ ভয়ে কেহবা বিস্ময়ে
ভাঙা-বুকে কেহ
কেহ অশ্রু-নীরে—
কত এল কত গেল ফিরে !

আমি যাচি পূর্ণ সমর্পণ,
বুঝিতে পারে না তাহা গৃহ-সুখী পুরনারীগণ।

তারা আসে হেসে,
শেষে হাসি-শেষে
কেঁদে তারা ফিরে যায়
আপনার গৃহ-স্নেহচ্ছায়—
বলে তারা, "হে পথিক ! বল বল তব প্রাণ কোন্ ধন মাগে ?
সুরে তব এত কান্না, বুকে তব কা'র লাগি এত ক্ষুধা জাগে ?"
কি যে চাই বুঝেনাক কেহ,
কেহ আনে প্রাণ মন কেহ বা যৌবন ধন
কেহ রূপ দেহ।

গর্ব্বিতা ধনিকা আসে মদমত্তা আপনার ধনে,
আমারে বাঁধিতে চাহে রূপ-ফাঁদে যৌবনের বনে।...
সব ব্যর্থ, ফিরে চলে নিরাশায় প্রাণ
পথে পথে গেয়ে গেয়ে গান—
"কোথা মোর ভিখারিণী পূজারিণী কই ?
যে বলিবে—'ভালোবেসে সন্ন্যাসিনী আমি
ওগো মোর স্বামি !
রিক্তা আমি, আমি তব গরবিনী, বিজয়িনী নই !"
মরু মাঝে ছুটে ফিরি বৃথা
হুহু ক'রে জ্বলে ওঠে তৃষা—
তারি মাঝে তৃষ্ণা-দগ্ধ প্রাণ
ক্ষণেকের তরে কবে হারাইল দিশা

দূরে কার দেখা গেল হাতছানি যেন—
ডেকে ডেকে সেও কাঁদে—
'আমি নাথ তব ভিখারিণী,
আমি তোমা চিনি,
তুমি মোরে চেন !'
বুঝিনু না, ডাকিনীর ডাক এ যে,
এ যে মিথ্যা মায়া,
জল নহে, এ যে খল, এ যে ছল মরীচিকা ছায়া !—
'ভিক্ষা দাও' ব'লে আমি এনু তার দ্বারে,
কোথা ভিখারিণী ? ওগো এ যে মিথ্যা মায়াবিনী
ঘরে ডেকে মারে।
এ যে ক্রূর নিষাদের ফাঁদ,
এ যে ছলে জিনে নিতে চাহে
ভিখারীর ঝুলির প্রসাদ
হ'ল না সে জয়ী,
আপনার জালে প'ড়ে আপনি মরিল মিথ্যাময়ী।

* * *

কাঁটা-বেঁধা রক্ত-মাখা প্রাণ নিয়া এনু তব পুরে,
জানি নাই ব্যথাহত আমার ব্যথায়
তখনো তোমার প্রাণ পুড়ে।
তবু কেন কতবার মনে যেন হ'ত,
তব স্নিগ্ধ মদির পরশ মুছে নিতে পারে মোর
সব জ্বালা সব দগ্ধ ক্ষত
মনে হত প্রাণ তব প্রাণে যেন কাঁদে অহরহ—
'হে পথিক ! ঐ কাঁটা মোরে দাও, কোথা তব ব্যথা বাজে
কহ মোরে কহ !'

নীরব গোপন তুমি মৌনা তাপসিনী,
তাই তব চির-মৌন ভাষা
শুনিয়াও শুনি নাই, বুঝিয়াও বুঝি নাই ঐ ক্ষুদ্র চাপা বুকে
কাঁদে কত ভালোবাসা আশা !

* * *

এরি মাঝে কোথা হতে ভেসে এল মুক্ত-ধারা মা আমার
সে ঝড়ের রাতে,
কোলে তুলে নিল মোরে, শত শত চুমা দিল সিক্ত আঁখি-পাতে।
কোথা গেল পথ—
কোথা গেল রথ—
ডুবে গেল সব শোক-জ্বালা,
জননীর ভালোবাসা এ ভাঙা দেউলে যেন দোলাইল দেয়ালীর আলা !
গত কথা গত জন্ম হেন
হারা-মায়ে পেয়ে আমি ভুলে গেনু যেন।
গৃহহারা গৃহ পেনু ; অতি শান্ত সুখে
কত জন্ম পরে আমি প্রাণ ভরে ঘুমাইনু মুখ থুয়ে জননীর বুকে।
শেষ হল পথ-গান গাওয়া,
ডেকে ডেকে ফিরে গেল হাহা স্বরে পথ-সাথী তুফানের হাওয়া।

* * *

আবার আবার বুঝি ভুলিলাম পথ—
বুঝি কোন্ বিজয়িনী-দ্বার-প্রান্তে আসি বাধা পেল পার্থ-পথ-রথ।
ভুলে গেনু কারে মোর পথে পথে খোঁজা,
ভুলে গেনু প্রাণ মোর নিত্যকাল ধরে অভিসারী
মাগে কোন্ পূজা,
ভুলে গেনু যত ব্যথা শোক,—
নব সুখ-অশ্রুধারে গলে গেল হিয়া, ভিজে গেল অশ্রুহীন চোখ।
যেন কোন্ রূপ-কমলেতে মোর ডুবে গেল আঁখি,
সুরভিতে মেতে উঠে বুক,
উলসিয়া বিলসিয়া উথলিল প্রাণে
এ কী ব্যগ্র উগ্র ব্যথা-সুখ।

বাঁচিয়া নতুন করে মরিল আবার
সীধু-লোভী বাণ-বেঁধা পাখী।……

……ভেসে গেল রক্তে মোর মন্দিরের বেদী—
জাগিল না পাষাণ-প্রতিমা,
অপমানে দাবানল সম তেজে
রুখিয়া উঠিল এইবার যত মোর ব্যথা-অরুণিমা,
হুঙ্কারিয়া ছুটিলাম বিদ্রোহের রক্ত-অশ্বে চড়ি,
বেদনার আদি-হেতু স্রষ্টা পানে মেঘ অভ্রভেদী,
ধূমধ্বজ প্রলয়ের ধূমকেতু-ধূমে
হিংসা হোমশিখা জ্বালি' সৃজিলাম বিভীষিকা
স্নেহ-মরা শুষ্ক মরুভূমে।

……একি মায়া! তার মাঝে মাঝে
মনে হ'ত কতদূর হতে, প্রিয়, মোর নাম ধরে যেন
তব বীণা বাজে।

সে সুদূর গোপন পথের পানে চেয়ে
হিংসা-রক্ত আঁখি মোর অশ্রু রাঙা বেদনার রসে যেতো ছেয়ে!
সেই সুর সেই ডাক স্মরি' স্মরি'
ভুলিলাম অতীতের জ্বালা,
বুঝিলাম তুমি সত্য—তুমি আছ,
অনাদৃতা তুমি মোর, তুমি মোরে মনে প্রাণে যাচ,
একা তুমি বন-বালা
মোর তরে গাঁথিতেছ মালা
আপনার মনে
লাজে সঙ্গোপনে।

জন্ম জন্ম ধ'রে চাওয়া তুমি মোর সেই ভিখারিণী।—
অন্তরের অগ্নি-সিন্ধু ফুল্ল হয়ে হেসে উঠে কহে—'চিনি, চিনি।
বেঁচে ওঠ্ মরা প্রাণ! ডাকে তোরে দূর হতে সেই
যার তরে এত বড় বিশ্বে তোর সুখ শান্তি নেই!'

তারি মাঝে
কাহার ক্রন্দন-ধ্বনি বাজে ?
কে যেন রে পিছু ডেকে চীৎকারিয়া কয়—
'বন্ধু এ যে অবেলায় ! হতভাগ্য, এ যে অসময় !'
শুনিনু না মানা, মানিনু না বাধা,
প্রাণে শুধু ভেসে আসে জন্মান্তর হতে যেন বিরহিনী ললিতার কাঁদা !
ছুটে এনু তব পাশে

মৃত্যু পথ অগ্নি-রথ কোথা প'ড়ে কাঁদে, রক্ত-কেতু গেল উড়ে পুড়ে,
তোমার গোপন পূজা বিশ্বের আরাম নিয়া এলো বুক জুড়ে !

* * *

তারপর যা বলিব হারায়েছি আজ তার ভাষা,
আজ মোর প্রাণ নাই, অশ্রু নাই, নাই শক্তি আশা !
যা বলিব আজ ইহা গান নহে, ইহা শুধু রক্ত-ঝরা প্রাণ-রাঙা
অশ্রু-ভাঙা ভাষা !
ভাবিতেছ, লজ্জাহীন ভিখারীর প্রাণ—
সেও চাহে দেওয়ার সম্মান !
সত্য প্রিয়া সত্য ইহা ; আমিও তা স্মরি'
আজ শুধু হেসে হেসে মরি !
তবু শুধু এইটুকু জেনে রাখো প্রিয়তমা দ্বার হতে দ্বারান্তরে
ব্যর্থ হয়ে ফিরে
এসেছিনু তব পাশে, জীবনের শেষ চাওয়া চেয়েছিনু তোমা।
প্রাণের সকল আশা সব প্রেম ভালোবাসা দিয়া
তোমারে পূজিয়াছিনু, ওগো মোর বে-দরদী পূজারিণী প্রিয়া !
ভেবেছিনু, বিশ্ব যারে পারে নাই তুমি নেবে তার ভার হেসে,
বিশ্ব-বিদ্রোহীরে তুমি করিবে শাসন
অবহেলে-শুধু ভালোবেসে।

ভেবেছিনু, দুর্বিনীত দুর্জ্জয়ীরে জয়ের গরবে
তব প্রাণে উদ্ভাসিবে অপরূপ জ্যোতি, তারপর একদিন
তুমিই মোর এ বাহুতে মহাশক্তি সঞ্চারিয়া
বিদ্রোহীর জয়লক্ষ্মী হবে।

ছিল আশা, ছিল শক্তি বিশ্বটারে টেনে
ছিঁড়ে তব রাঙা পদতলে ছিন্ন রাঙা পদ্মসম পূজা দেবো এনে!
কিন্তু হায়! কোথা সেই তুমি? কোথা সেই প্রাণ?
কোথা সেই নাড়ী-ছেঁড়া প্রাণে প্রাণে টান?

এ-তুমি আজ সে-তুমি তো নহ;
আজ হেরি—তুমিও ছলনাময়ী,
তুমিও হইতে চাও মিথ্যা দিয়া জয়ী!

কিছু মোরে দিতে চাও, অন্য তরে রাখ কিছু বাকী,—
দুর্ভাগিনী! দেখে হেসে মরি! কারে তুমি দিতে চাও ফাঁকি?

মোর বুকে জাগিছেন অহরহ সত্য ভগবান,
তাঁর দৃষ্টি বড় তীক্ষ্ণ, এ দৃষ্টি যাহারে দেখে,
তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখে তার প্রাণ।

লোভে আজ তব পূজা কলুষিত প্রিয়া,
আজ তারে ভুলাইতে চাহ,
যারে তুমি পূজেছিলে পূর্ণ মন প্রাণ সমর্পিয়া।

তাই আমি ভাবি, কার দোষে—
অকলঙ্ক তব হৃদি-পুরে
জ্বলিল এ মরণের আলো কবে প'শে?

তবু ভাবি, একি সত্য? তুমিও ছলনাময়ী?

যদি তাই হয়, তবে মায়াবিনী অয়ি!
ওরে দুষ্ট তাই সত্য হোক।
জ্বালো তবে ভালো ক'রে জ্বালো মিথ্যালোক!

আমি তুমি সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ তারা
সব মিথ্যা হোক,
জ্বালো ওরে মিথ্যাময়ী, জ্বালো তবে ভালো করে
জ্বালো মিথ্যালোক!

* * *

তব মুখ পানে চেয়ে আজ
বাজ সম বাজে মর্ম্মে লাজ
তব অনাদর অবহেলা স্মরি' স্মরি'
তারি সাথে স্মরি' মোর নির্লজ্জতা
আমি আজ প্রাণে প্রাণে মরি।
মনে হয়—ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠি, 'মা বসুধা দ্বিধা হও!
ঘৃণাহত মাটীমাখা ছেলেরে তোমার
এ নির্লজ্জ মুখ-দেখা আলো হ'তে অন্ধকারে লও!'
তবু বারে বারে আসি আশা-পথ বাহি'
কিন্তু হায় যখনই ও-মুখপানে চাহি—
মনে হয়,—হায় হায়, কোথা সেই পূজারিণী,
কোথা সেই রিক্তা সন্ন্যাসিনী?
এ যে সেই চির-পরিচিত অবহেলা,
এ যে সেই ভাবহীন মুখ!
পূর্ণা নয়, এ যে সেই প্রাণ নিয়ে ফাঁকি-ফাঁকি—
অপমানে ফেটে যায় বুক!
প্রাণ নিয়া একি নিদারুণ খেলা খেলে এরা হায়,
রক্ত-ঝরা রাঙা বুক দ'লে
অলক্তক পরে এরা পায়!
এরা দেবী, এরা লোভী, এরা চাহে সর্ব্বজন প্রীতি!
ইহাদের তরে নহে প্রেমিকের পূর্ণ পূজা, পূজারীর পূর্ণ সমর্পণ,
পূজা হেরি ইহাদের ভীরু-বুকে তাই জাগে এত সত্য-ভীতি!
নারী নাহি হতে চায় শুধু একা কারো,
এরা দেবী, এরা লোভী, যত পূজা পায় এরা চায় তত আরো।

ইহাদের অতিলোভী মন
একজনে তৃপ্ত নয়, এক পেয়ে সুখী নয়,
যাচে বহু জন।....
যে পূজা পূজি নি আমি স্রষ্টা ভগবানে
যারে দিনু সেই পূজা সে-ই আজি প্রতারণা হানে

*　　　　*　　　　*

বুঝিয়াছি, শেষবার ঘিরে আসে সাথী মোর মৃত্যু-ঘন আঁধি,
রিক্ত প্রাণ তিক্ত সুখে হুঙ্কারিয়া উঠে তাই,
কার তরে ওরে মন, আর কেন পথে পথে কাঁদি ?
জ্'লে ওঠ্ এইবার মহাকাল-ভৈরবের নেত্রজ্বালাসম ধক্‌ধক্,
হাহাকার-করতালি বাজা ! জ্বালা তোর বিদ্রোহের রক্ত-শিখা অনন্ত পাবক !
আন্ তোর বহ্নি-রথ, বাজা তোর সর্ব্বনাশা তূরী !
হান্ তোর পরশু-ত্রিশূল ! ধ্বংস কর্ এই মিথ্যাপুরী !
রক্ত-সুধা-বিষ আন্ মরণের ধর টিপে টুঁটি !
এ মিথ্যা জগৎ তোর অভিশপ্ত জগদ্দল চাপে হোক কুটি কুটি !

*　　　　*　　　　*

কণ্ঠে আজ এত বিষ এত জ্বালা,
তবু, বালা !
থেকে থেকে মনে পড়ে—
যতদিন বাসি নি তোমারে আমি ভালো,
যতদিন দেখি নি তোমার
বুক-ঢাকা রাগ-রাঙা আলো,
তুমি ততদিনই
যেচেছিলে প্রেম মোর, ততদিনই ছিলে ভিখারিণী।
ততদিনই একটুকু অনাদরে বিদ্রোহের তিক্ত অভিমানে
তব চোখে উছলাতো জল, ব্যথা দিত তব কাঁচা প্রাণে।

একটু আদর-কণা একটুকু সোহাগের লাগি
কত নিশি-দিন তুমি, মনে কর, মোর পাশে রহিয়াছ জাগি,
আমি চেয়ে দেখি নাই ; তারই প্রতিশোধ
নিলে বুঝি এত দিনে ! মিথ্যা দিয়ে মোরে জিনে
অপমান ফাঁকি দিয়ে করিতেছ মোর শ্বাস-রোধ !

আজ আমি মরণের বুক থেকে কাঁদি—
অকরুণা ! প্রাণ নিয়ে একি মিথ্যা অকরুণ খেলা !
এত ভালোবেসে শেষে এত অবহেলা
কেমনে হানিতে পার, নারী !
এ আঘাত পুরুষের,
হানিতে এ নির্ম্মম আঘাত, জানিতাম মোরা শুধু পুরুষেরা পারি।
ভাবিতাম, দাগহীন অকলঙ্ক কুমারীর দান
একটি নিমেষ মাঝে চিরতরে আপনারে রিক্ত করি' দিয়া মনপ্রাণ
লভে অবসান।

ভুল, তাহা ভুল !
বায়ু শুধু ফোটায় কলিকা
অলি এসে হ'রে নেয় ফুল !
বায়ু বলী, তার তরে প্রেম নহে প্রিয়া !
অলি শুধু জানে ভালো
কেমনে দলিতে হয় ফুল-কলি-হিয়া !

* * *

পথিক দখিনা বায়ু আমি চলিলাম বসন্তের শেষে
মৃত্যুহীন চিররাত্রি নাহি-জানা দেশে !
বিদায়ের বেলা মোর ক্ষণে ক্ষণে ওঠে বুকে আনন্দাশ্রু ভরি'
কত সুখী আমি আজ সেই কথা স্মরি'।
আমি না বাসিতে ভালো তুমি আগে বেসেছিলে ভালো,
কুমারী-বুকের তব সব স্নিগ্ধ রাগ-রাঙা আলো
প্রথম পড়িয়াছিল মোর বুকে মুখে—
ভুখারীর ভাঙা বুকে পুলকের রাঙা বান ডেকে যায় আজ সেই সুখে !

সেই প্রীতি, সেই রাঙা সুখ-স্মৃতি স্মরি'
মনে হয় এ জীবন এ জনম ধন্য হ'ল—আমি আজ তৃপ্ত হয়ে মরি!
না-চাহিতে বেসেছিলে ভালো মোরে তুমি—শুধু তুমি,
সেই সুখে মৃত্যু-কৃষ্ণ অধর ভরিয়া
আজ আমি শতবার ক'রে তব প্রিয় নাম চুমি!

মোরে মনে প'ড়ে
একদা নিশীথে যদি প্রিয়
ঘুমায়ে কাহারও বুকে অকারণে বুক ব্যথা করে,-
মনে ক'রো, মরিয়াছে গিয়াছে আপদ!
আর কভু আসিবে না
উগ্রসুখে কেহ তব চুমিতে ও পদ-কোকনদ!
মরিয়াছে—অশান্ত অতৃপ্ত চির-স্বার্থপির লোভী,—
অমর হইয়া আছে—রবে চিরদিন,
তব প্রেমে মৃত্যুঞ্জয়ী
ব্যথা-বিষে নীলকণ্ঠ কবি!

অভিশাপ

যেদিন আমি হারিয়ে যাব, বুঝ্‌বে সেদিন বুঝ্‌বে!
অস্তপারের সন্ধ্যাতারায় আমার খবর পুছ্‌বে—
বুঝ্‌বে সেদিন বুঝ্‌বে!
ছবি আমার বুকে বেঁধে
পাগল হয়ে কেঁদে কেঁদে
'ফির্‌বে মরু কানন গিরি,
সাগর আকাশ বাতাস চিরি'
যেদিন আমায় খুঁজ্‌বে—
বুঝ্‌বে সেদিন বুঝ্‌বে!

স্বপন ভেঙে নিশুত্‌ রাতে জাগ্‌বে হঠাৎ চম্‌কে,'
কাহার যেন চেনা-ছোঁয়ায় উঠ্‌বে ও-বুক ছম্‌কে,'—
জাগ্‌বে হঠাৎ চম্‌কে'!
ভাব্‌বে, বুঝি আমিই এসে
বস্‌নু বুকের কোল্‌টি ঘেঁসে,
ধর্‌তে গিয়ে দেখবে যখন—,
শূন্য শয্যা! মিথ্যা স্বপন!—
বেদ্‌নাতে চোখ বুঁজ্‌বে—
বুঝ্‌বে সেদিন বুঝ্‌বে!

গাইতে ব'সে কণ্ঠ ছিঁড়ে আস্‌বে যখন কান্না,
বল্‌বে সবাই—"সেই যে পথিক, তার শেখানো গান না ?"—
আস্‌বে ভেঙে কান্না !

পড়্‌বে মনে আমার সোহাগ,
কণ্ঠে তোমার কাঁদ্‌বে বেহাগ !

পড়বে মনে অনেক ফাঁকি,
অশ্রু-হারা কঠিন আঁখি
ঘন ঘন মুছ্‌বে—
বুঝ্‌বে সেদিন বুঝ্‌বে !

আবার যেদিন শিউলি ফু'টে ভর্‌বে তোমার অঙ্গন,
তুল্‌তে সে ফুল—গাঁথ্‌তে মালা কাঁপ্‌বে তোমার কঙ্কন—
কাঁদ্‌বে কুটীর-অঙ্গন !

শিউলী-ঢাকা মোর সমাধি
পড়্‌বে মনে, উঠ্‌বে কাঁদি !

বুকের মালা কর্‌বে জ্বালা
চোখের জলে সেদিন বালা
মুখের হাসি ঘুচ্‌বে—
বুঝ্‌বে সেদিন বুঝ্‌বে !

আস্‌বে আবার আশিন-হাওয়া, শিশির-ছেঁচা রাত্রি,
থাক্‌বে সবাই—থাক্‌বে না এই মরণ-পথের যাত্রীই !
আস্‌বে শিশির-রাত্রি !

থাক্‌বে পাশে বন্ধু স্বজন,
থাক্‌বে রাতে বাহুর বাঁধন,

বঁধুর বুকের পরশনে
আমার পরশ আন্‌বে মনে—
বিষিয়ে ও-বুক উঠ্‌বে—
বুঝ্‌বে সেদিন বুঝ্‌বে !

আস্‌বে আবার শীতের রাতি, আস্‌বে নাক আর সে—
তোমার সুখে পড়্‌ত বাধা থাক্‌লে যেজন পার্শ্বে,
আস্‌বে নাক আর সে!
পড়্‌বে মনে, মোর বাহুতে
মাথা থুয়ে যেদিন শুতে,
মুখ ফিরিয়ে থাক্‌তে ঘৃণায়!—
সেই স্মৃতি নিত্‌ ঐ বিছানায়
কাঁটা হয়ে ফুট্‌বে—
বুঝ্‌বে সেদিন বুঝ্‌বে!

আবার গাঙে আস্‌বে জোয়ার, দুল্‌বে তরী রঙ্গে,
সেই তরীতে হয় তো কেহ থাক্‌বে তোমার সঙ্গে—
দুল্‌বে তরী রঙ্গে!
পড়্‌বে মনে, সে কোন্ রাতে
এক তরীতে ছিলে সাথে,
এম্‌নি গাঙে ছিল জোয়ার,
নদীর দু'ধার এম্‌নি আঁধার,
তেম্‌নি তরী ছুট্‌বে—
বুঝ্‌বে সেদিন বুঝ্‌বে!

তোমার সখার আস্‌বে যেদিন এম্‌নি কারা-বন্ধ,
আমার মতন কেঁদে কেঁদে হয় তো হবে অন্ধ—
সখার কারা-বন্ধ!
বন্ধু তোমার হান্‌বে হেলা,
ভাঙ্‌বে তোমার সুখের মেলা;
দীর্ঘ বেলা কাট্‌বে না আর,
বইতে প্রাণের শ্রান্ত এ ভার
মরণ-সনে যুঝ্‌বে—
বুঝ্‌বে সেদিন বুঝ্‌বে

ফুট্‌বে আবার দোলন্‌-চাঁপা চৈতি-রাতের চাঁদ্‌নী,
আকাশ-ছাওয়া তারায় তারায় বাজ্‌বে আমার কাঁদ্‌নী—
চৈতি-রাতের চাঁদ্‌নী!
ঋতুর পরে ফির্‌বে ঋতু,
সেদিন—হে মোর সোহাগ-ভীতু!
চাইবে কেঁদে নীল নভো গা'য়,
আমার মতন চোখ ভ'রে চায়
যে তারা, তায় খুঁজ্‌বে—
বুঝ্‌বে সেদিন বুঝ্‌বে!

আস্‌বে ঝড়ি, নাচ্‌বে তুফান, টুট্‌বে সকল বন্ধন,
কাঁপ্‌বে কুটীর, সেদিন ত্রাসে জাগ্‌বে বুকে ক্রন্দন—
টুট্‌বে যবে বন্ধন!
পড়্‌বে মনে, নেই সে সাথে
বাঁধ্‌তে বুকে দুঃখ-রাতে!—
আপ্‌নি গালে যাচ্‌বে চুমা,
চাইবে আদর, মাগ্‌বে ছোঁওয়া,
আপ্‌নি যেচে চুম্‌বে—
বুঝ্‌বে সেদিন বুঝ্‌বে!

আমার বুকের যে কাঁটা-ঘা তোমায় ব্যথা হান্‌ত,
সেই আঘাতই যাচ্‌বে আবার হয় তো হয়ে শ্রান্ত—
আস্‌ব তখন পান্থ!
হয় তো তখন আমার কোলে
সোহাগ-লোভে পড়্‌বে ঢ'লে,
আপ্‌নি সেদিন সেধে কেঁদে
চাপ্‌বে বুকে বাহুয় বেঁধে,
চরণ চু'মে পূজবে—
বুঝ্‌বে সেদিন বুঝ্‌বে!

আশান্বিতা

আবার কখন্ আস্‌বে ফিরে সেই আশাতে জাগ্‌ব রাত,
হয় তো সে কোন্ নিশুত রাতে ডাক্‌বে এসে অকস্মাৎ!
সেই আশাতে জাগ্‌ব রাত।
যতই কেন বেড়াও ঘুরে
মরণ-বনের গহন জুড়ে
দূর সুদূরে,
কাঁদ্‌লে আমি আস্‌বে ছুটে, রইতে তুমি নার্‌বে নাথ!
সেই আশাতে জাগ্‌ব রাত।

কপট! তোমার শপথ-পাহাড় বিন্ধ্যসম হোক্ না সে,
ঝড়ের মুখে খড়ের মতন উড়্‌বে তা মোর নিশ্বাসে—
একটি ছোট্ট নিশ্বাসে!
রাত্রি জেগে কাঁদ্‌ছি আমি
শুন্‌বে যখন হে মোর স্বামি
সুদূরগামী!
আগল ভেঙে আস্‌বে পাগল, চুমবে সজল নয়ন-পাত,
সেই আশাতে জাগ্‌ব রাত

জানি সখা, আমার চোখের একটি বিন্দু অশ্রুজল
নিব্‌বে তাতেই তোমার বুকের অগ্নি-সিন্ধু নীল গরল,
আমার চোখের অশ্রুজল!
তোমার আদর-সোহাগিনী
তাই তো কাঁদায় নিশিদিনই
এ অখানী,
ভুল্‌বে জানি তোমার রাণী গরবিনীর সব আঘাত!
সেই আশাতে জাগ্‌ব রাত

আসবে আবার পদ্মানদী, দুল্‌বে তরী ঢেউ-দোলায়,
তেম্‌নি ক'রে দুল্‌ব আমি তোমার বুকের পর্‌কোলায়।
দুল্‌বে তরী ঢেউ দোলায়!
পাগ্‌লী নদী উঠ্‌বে ক্ষেপে,
তোমায় তখন ধর্‌ব চেপে
বক্ষ ব্যেপে,
মরণ-ভয়কে ভয় কি তখন, জড়িয়ে কণ্ঠ থাক্‌বে হাত!
সেই আশাতে জাগ্‌ব রাত।

পোড়া চোখের জল ফুরায় না, কেমন ক'রে আস্‌বে ঘুম?
মনে পড়ে শুধু তোমার পাতাল-গভীর মাতাল চুম,
কেমন ক'রে আস্‌বে ঘুম?
আজ যে আমার নিশীথ জুড়ে
একলা থাকার কান্না ঝুরে
হুতাশ সুরে,
পূবের হাওয়ায় কাঁদ্‌বে সে সুর, আস্‌বে পছি হাওয়ার সাথ!
সেই আশাতে জাগ্‌ব রাত।

বিজলী-শিখার প্রদীপ জ্বেলে ভাদর রাতের বাদল মেঘ,
দিগ্বিদিকে খুঁজছে তোমায় ডাক্‌ছে কেঁদে বজ্র-বেগ—
দিগ্বিদিকে খুঁজছে মেঘ!
তোমার আশায় ঐ আশা-দীপ
জ্বালিয়েছে আজ দিক ভ'রে নীপ
হে রাজ-পথিক!
আজ না আস, এসো যেদিন দীপ নিবাবে ঝঞ্ঝাবাত!
সেই আশাতে জাগ্‌ব রাত।

পিছু-ডাক

সখি ! নতুন ঘরে গিয়ে আমায় পড়্‌বে কি আর মনে ?
সেথায় তোমার নতুন পূজা নতুন আয়োজনে ॥
প্রথম দেখা তোমায় আমায়
যে গৃহ-ছায় যে আঙিনায়,
যেথায় প্রতি ধূলি কণায়
লতাপাতার সনে
নিত্য চেনার বিত্ত রাজে চিত্ত-আরাধনে,
শূন্য সে ঘর শূন্য এখন কাঁদ্‌ছে নিরজনে ॥

সেথা তুমি যখন ভুল্‌তে আমায়, আস্‌ত অনেক কেহ,
তখন আমার হয়ে অভিমানে কাঁদ্‌ত যে ঐ গেহ !
যেদিক পানে চাইতে সেথা
বাজ্‌ত আমার স্মৃতির ব্যথা,
সে গ্লানি আজ ভুল্‌বে হেথা
নুতুন আলাপনে।
আমিই শুধু হারিয়ে গেলেম হারিয়ে-যাওয়ার বনে ॥

আমার এতদিনের দূর ছিল না সত্যিকারের দূর,
ওগো আমার সুদূর কর্‌ত নিকট ঐ পুরাতন পুর!
এখন তোমার নতুন বাঁধন,
নতুন হাসি, নতুন কাঁদন,
নতুন সাধন, গানের মাতন
নতুন আবাহনে।
আমারই সুর হারিয়ে গেল সুদূর পুরাতনে॥

সখি! আমার আশাই দুরাশা আজ, তোমার বিধির বর,
আজ মোর সমাধির বুকে তোমার উঠ্‌বে বাসর ঘর!
শূন্য ভ'রে শুন্‌তে পেনু
ধেনু-চরা বনের বেণু—
হারিয়ে গেনু হারিয়ে গেনু
অস্ত-দিগঙ্গনে।
বিদায় সখি, খেলা-শেষ এই বেলা-শেষের খনে!
এখন তুমি নতুন মানুষ নতুন গৃহ-কোণে॥

মুখরা

আমার কাঁচা মনে রং ধরেচে আজ,
ক্ষমা কর মাগো আমার আর কি সাজে লাজ ?
আমার কাঁচা মনে রং ধরেচে আজ ॥

আমার ভুবন উঠ্‌চে রেঙে
তাঁর পরশের সোহাগ লেগে,
ঘুমিয়ে ছিনু দেখ্‌নু জেগে মা
আমায় জড়িয়ে বুকে দাঁড়িয়ে আছেন নিখিল হৃদয়-রাজ !
ক্ষমা কর মাগো আমার আর কি সাজে লাজ ?

আমায় দিনের আলোয় নিলেন বুকে আপিনি লজ্জাহারী,
মাগো, আমি আর কি মিথ্যা লজ্জা ক'রে পারি ?
আমায় দিনের আলোয় নিলেন বুকে আপনি লজ্জাহারী !
জগৎ যারে পায় না সেধে
সেই সে যখন সাধ্‌ছে কেঁদে
আমার চরণ বক্ষে বেঁধে মা,
আমি বাঁধব না চুল, এই ভালো মোর ভিখারিণীর সাজ।
ক্ষমা কর মাগো আমায় আর কি সাজে লাজ ?

আমার কিসের সজ্জা, কিসের লজ্জা, কিসের পরাণপণ ?
মাগো বক্ষে আমার বিশ্বলোকের চির-চাওয়া ধন !
আমার কিসের সজ্জা, কিসের লজ্জা, কিসের পরাণপণ ?

বিশ্ব-ভুবন যার পদ-ছায়
সেই এসে হায় মোর পদ চায়,
আমার সুখ-আবেগে বুক ফেটে যায় মা,
আজ লাজ ভুলেছি, সাজ ভুলেছি ভুলেছি সব কাজ।
ক্ষমা কর মাগো আমার আর কি সাজে লাজ ?

সাধের ভিখারিণী

তুমি মলিন বাসে থাক যখন, সবার চেয়ে মানায়!
তুমি আমার তরে ভিখারিণী, সেই কথা সে জানায়!
জানি প্রিয়ে জানি জানি
তুমি হ'তে রাজার রাণী,
খাটত দাসী বাজ্‌ত বাঁশী
তোমার বালাখানায়।
তুমি সাধ ক'রে আজ ভিখারিণী, সেই কথা সে জানায়

দেবি! তুমি সত্য অন্নপূর্ণা, নিখিল তোমার ঋণী,
শুধু ভিখারীকে ভালোবেসে সাজ্‌লে ভিখারিণী!
সব ত্যজি' মোর হ'লে সাথী,
আমার আশায় জাগচ রাতি,
তোমার পূজা বাজে আমার
হিয়ার কাণায় কাণায়!
তুমি সাধ ক'রে মোর ভিখারিণী, সেই কথা সে জানায়

কবি-রাণী

তুমি আমায় ভালোবাস তাই তো আমি কবি।
আমার এ রূপ—সে যে তোমার ভালোবাসার ছবি
আপন জেনে হাত বাড়ালো
আকাশ বাতাস প্রভাত-আলো,
বিদায়-বেলার সন্ধ্যা তারা
পূবের অরুণ রবি,—
তুমি ভালোবাস ব'লে ভালোবাসে সবি॥

আমার আমি লুকিয়েছিল তোমার ভালোবাসায়,
আমার আশা বাইরে এলো তোমার হঠাৎ আসায়।
তুমিই আমার মাঝে আসি
অসিতে মোর বাজাও বাঁশি
আমার পূজার যা আয়োজন
তোমার প্রাণের হবি।
আমার বাণী জয়মাল্য, রাণি! তোমার সবি॥
তুমি আমায় ভালোবাস তাই তো আমি কবি।
আমার এ রূপ,—সে যে তোমায় ভালোবাসার ছবি॥

আশা

আমি শ্রান্ত হয়ে আস্‌ব যখন পড়্‌ব দোরে ট'লে,
আমার লুটিয়ে-পড়া দেহ তখন ধর্‌বে কি ঐ কোলে ?
বাড়িয়ে বাহু আস্‌বে ছু'টে ?
ধর্‌বে চেপে পরাণ পুটে ?
বুকে রেখে চুম্‌বে কি মুখ
নয়ন-জলে গ'লে ?
আমি শ্রান্ত হয়ে আস্‌ব যখন পড়্‌ব দোরে ট'লে !

তুমি এতদিন যা-দুঃখ দিয়েচ হেনে অবহেলা,
তা ভুল্‌বে না কি যুগের পরে ঘরে-ফেরার বেলা ?
বল বল জীবন-স্বামি
সে দিনও কি ফির্‌ব আমি ?
অন্তকালেও ঠাঁই পাব না
ঐ চরণের তলে ?
আমি শ্রান্ত হয়ে আস্‌ব যখন পড়্‌ব দোরে ট'লে !

শেষ প্রার্থনা

আজ চোখের জলে প্রার্থনা মোর শেষ বরষের শেষে,
এমনি কাটে আস্‌ছে-জনম তোমায় ভালোবেসে।
এম্‌নি আদর, এমনি হেলা,
মান অভিমান এম্‌নি খেলা,
এম্‌নি ব্যথার বিদায় বেলা
এম্‌নি চুমু হেসে,
যেন খণ্ডমিলন পূর্ণ করে নতুন জীবন এসে!
এবার ব্যর্থ আমার আশা যেন সকল প্রেমে মেশে!
আজ চোখের জলে প্রার্থনা মোর শেষ বরষের শেষে!

যেন আর না কাঁদায় দ্বন্দ্ব-বিরোধ, হে মোর জীবন-স্বামি!
এবার এক হয়ে যাক প্রেমে তোমার তুমি আমার আমি!
আপন সুখকে বড় ক'রে
যে দুখ পেলেম জীবন ভ'রে
এবার তোমার চরণ ধ'রে
নয়ন-জলে ভেসে
যেন পূর্ণ ক'রে তোমায় জিনে সব-হারানোর দেশে,
মোর মরণ-জয়ের বরণ-মালা পরাই তোমার কেশে!
আজ চোখের জলে প্রার্থনা মোর শেষ-বিদায়ের শেষে॥

সে যে চাতকই জানে তার মেঘ এত কি,
যাচে ঘন ঘন বরিষণ কেন কেতকী,
চাঁদে চকোরই চেনে আর চেনে কুমুদী,
জানে প্রাণ কেন প্রিয়ে প্রিয়-তম্ চুম্ দি'।

নজরুল ইস্‌লাম

অগ্নি-বীণা ১।০

ব্যথার দান ১॥০

নলিনী গুপ্ত :

সাহিত্যিকা ১॥০

উল্লাসকর দত্ত

কারা-জীবনী ১৲

বারীন ঘোষ

দ্বীপান্তরেরর কথা ১৲

আত্ম-কাহিনী ১৲

মিলনের পথে ১৲

সুরেশ চক্রবর্ত্তী

উড়ো-চিঠি ১॥০

ইরাণী উপকথা ১।০

আর্য্য পাবলিশিং হাউস